যুগান্তর

বিপর্যয়ের মাঝেও মেধাবীদের স্বপ্নজয়

প্রকাশ : ২০ জুলাই ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর ডেস্ক

সারা দেশে একযোগে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। গতবারের তুলনায় এবার ফল বিপর্যয় হয়েছে। পাসের হার ৬৬.৬৪%। যা গতবারের তুলনায় ২ দশমিক ২৭ শতাংশ কম। এবার পাসের হারের পাশাপাশি কমেছে জিপিএ-৫ এর সংখ্যাও। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৯ হাজার ২৬২ জন; যা গতবারের চেয়ে ৮ হাজার ৭০৭ জন কম। তবে বিপর্যয়ের মাঝেও ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃহস্পতিবার সারা দেশে কলেজে কলেজে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। কোনো কোনো কলেজে ড্রামের তালে তালে নেচে-গেয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করেছে মেধাবী শিক্ষার্থীরা। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

গৌরনদী : উপজেলার মাহিলাড়া ডিগ্রি কলেজের ১৮ জন, গৌরনদী গালর্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৬ জন, সরকারি গৌরনদী কলেজের ৫ জন, বার্থী ডিগ্রি কলেজের ৩ জন, হোসনাবাদ নিজামউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ১ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

কচুয়া (চাঁদপুর) : ৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে ১ হাজার ৯৫৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পাস করেছে ১ হাজার ২১৫ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ২ জন। ফলাফলের দিক থেকে ড. মনসুরউদ্দীন মহিলা কলেজ ৭ম বারের মতো শতভাগ পাস করে সাফল্যের শীর্ষে রয়েছে। এ কলেজ থেকে ১ জন জিপিএ-৫ পাসসহ ১০৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই উত্তীর্ণ হয়।

কাঁঠালিয়া (ঝালকাঠি) : ১৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবারের কাঁঠালিয়া তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ডিগ্রি কলেজ থেকে দুই ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় এ বছর ফলাফল বিপর্যয় হওয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) : ৭টি কলেজ থেকে এইচএসসিতে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ৮৮৭ জন। পাস করেছে ১ হাজার ৫২৫ জন। এর মধ্যে গৃদকালিন্দিয়া হাজেরা হাসমত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ১৩ জন ও চান্দ্রা ইমাম আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে ১ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। অন্যদিকে আলিমে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ জন। এর মধ্যে মুন্সীরহাট আলিম মাদ্রাসা থেকে ৩ জন, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে ১ জন ও রূপসা আহাম্মদিয়া মাদ্রাসা থেকে ১ জন।

বরিশাল ব্যুরো : বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার এবং জিপিএ-৫ এ এগিয়ে রয়েছে মেয়েরা। বোর্ডে পাসের হার ৭০ দশমিক ৫৫ হলেও মেয়েদের পাসের হার ৭৬ দশমিক ও ছেলেদের পাসের হার ৬৫ দশমিক ৩৫। যার ফলে গত বছরের তুলনায় দশমিক ১৫ ভাগ পাসের হার বেড়েছে। জিপিএ-৫ এর বেলায়ও ছেলেদের থেকে মেয়ে পরীক্ষার্থীরা এগিয়ে রয়েছে। এদিকে গত বছরের মতো এ বছরও মেয়েরা ছেলেদের থেকে ৩০টি জিপিএ-৫ বেশি পেয়েছে। মেয়েরা ২ হাজার ৮৭০টি জিপিএ-৫ পেয়েছে, আর ছেলেরা জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৮০০টি। তবে মোট জিপিএ-৫ এর ক্ষেত্রে গত বছরের থেকে এ বছর ১৪৫টি কমেছে। গত বছর জিপিএ-৫ এর সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৮১৫ আর এ বছর ৫ হাজার ৬৭০টি।

যশোর ব্যুরো : এইচএসসির ফলাফলে যশোরে বোর্ডের ১০ জেলার মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে খুলনা। খুলনা জেলা থেকে ৬৮ দশমিক ৪৫ ভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়ে বোর্ডের ১ম স্থান দখলে নিয়েছে। আর সর্বনিম্নে রয়েছে মাগুরা জেলা। এখান থেকে ৪৯ দশমিক ৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে।

পাসের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যশোর জেলা। এখান থেকে পাস করেছে ৬৩ দশমিক ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী। তৃতীয় অবস্থানে থাকা কুষ্টিয়া জেলার পাসের হার ৬১ দশমিক ৪২ ভাগ। চতুর্থ অবস্থানে আছে সাতক্ষীরা জেলা। এ জেলা থেকে ৫৯ দশমিক ৯৬ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। এরপরই পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাগেরহাট জেলা। এ জেলা থেকে পাস করেছে ৫৯ দশমিক ৬৭ ভাগ শিক্ষার্থী।

দাগনভূঞা : এবারও সেরা ফলাফল অর্জন করেছে দাগনভূঞার দরবেশেরহাট পাবলিক কলেজ। ওই কলেজে ৫৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে শতভাগ পাসসহ ৩৬ জন পাস করেছে। পাসের হার ৬৩। ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজে ১ হাজার ১৫৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৬৩৫। রাজাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২১০ জনের মধ্যে পাস করেছে ৯২ জন।

ভোলা : ৩৭টি জিপিএ-৫ পেয়ে জেলায় সেরা হয়েছে ভোলা সরকারি কলেজ। ওই কলেজে পাসের হার ৯৪ দশমিক ৭২। অপরদিকে ৯৫ ভাগ পাসের হার অর্জনে বেসরকারি কলেজগুলোর মধ্যে সেরা হয়েছে বাংলাবাজার ফাতেমা খানম ডিগ্রি কলেজ। ভোলা সরকারি শেখ ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ জন। দৌলতখান আবু আবদুল্লাহ কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ জন। এছাড়া হালিমা খাতুন মহিলা কলেজে পাসের হার ৮৯ দশমিক ১৩। রেবা রহমান কলেজের পাসের হার ৭১ দশমিক ১০, বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল কলেজে পাসের হার ৭৩ দশমিক ৮১।

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) : প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৩ জন, হায়দরগঞ্জ মডেল কলেজ, হায়দরগঞ্জ টিআরএম কামিল মাদ্রাসা ও লামচরী কারামাতিয়া ফাজিল মাদদ্রাসা থেকে ১ জন করে মোট ৬ জন জিপিএ-৫ অর্জন করে। এছাড়াও রায়পুরে প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্কুল অ্যান্ড কলেজ ৯৯.১৫% পাস করায় তারা জেলায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়।

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) : কলাপাড়ায় এইচএসসি পরীক্ষায় ৬টি কলেজে জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৪ জন। এরমধ্যে কলাপাড়া মহিলা ডিগ্রি কলেজ পাসের হারের উপজেলায় সেরা হয়েছে। এ কলেজ থেকে ১ জন জিপিএ-৫ সহ ১৭১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। কুয়াকাটা খানাবাদ কলেজে থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ জন। ২৯৬ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রি কলেজ থেকে ২৫৭ পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৩৮ জন। আলহাজ জালাল উদ্দিন কলেজে থেকে ১৯৫ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ধানখালী ডিগ্রি কলেজ থেকে ৯৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল কলেজ থেকে ১৫১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এবারে পাসের হারের দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে মহিপুর ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ।

বুড়িচং (কুমিল্লা) : ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ সোনার বাংলা কলেজ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে এবারও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে কুমিল্লা বোর্ডের সেরা সাফল্য অর্জন করেছে। এ কলেজ থেকে ৪৩৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে সবাই পাস করেছে।১০০%পাসের পাশাপাশি ৮৩ জন শিক্ষার্থী জিপি এ পেয়ে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা চমকপ্রদ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে।

খাগড়াছড়ি : জেলার ১২টি কলেজে ৭ হাজার ২৩০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে গড় পাসের হার ৩৬.৬১ শতাংশ। এবারও জেলায় সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছে খাগড়াছড়ি ক্যান্ট: পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ৯২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনজন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

ফলাফল বিপর্যয় ঘটেছে জেলার পানছড়ি ডিগ্রি কলেজে। এই প্রতিষ্ঠানের ৭২৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ১০৮ জন। তবে প্রথমবারের মতো পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে গুইমারা কলেজ। এই কলেজ থেকে ১০৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮২ জন পাস করেছে। এছাড়া খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজের মোট পরীক্ষার্থীর ৫৪.১২ শতাংশ, রামগড় সরকারি কলেজে ৪৭.৮০ শতাংশ এবং খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ ৪৭.৪৮ শতাংশ পাসের হার রয়েছে। মাটিরাঙা ডিগ্রি কলেজ থেকে ৭৮৭ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২৮৭ জন।

সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী ছিল দীঘিনালা ডিগ্রি কলেজে। কিন্তু ১ হাজার ৩৮৭ জন পরীক্ষার্থীর বিপরীতে এই কলেজ থেকে পাস করেছে মাত্র ৪৯৭ জন।

চাটখিল : নোয়াখালীর চাটখিলে সবার সেরা আবদুল ওয়াহাব ডিগ্রি কলেজ। এ কলেজ থেকে ২১৪ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া সোমপাড়া কলেজ থেকে ৯৭%, চাটখিল কামিল মাদ্রাসায় আলিমে ৯০%, ভীমপুর কারিগরি কলেজ থেকে ৮২%, চাটখিল মহিলা কলেজ থেকে ৭২%, জয়াগ কলেজ থেকে ৫৯%, চাটখিল সরকারি মাহবুব ডিগ্রি কলেজ থেকে ৪৯% শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম): ২ হাজার ১৬ জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৭.৯৩ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। তার মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ জন। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ২৯৯ জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৯৩.৩১ ভাগ উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে কোনো মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ নেই। উপজেলার ৯টি কলেজের মধ্যে একমাত্র রাঙ্গুনিয়া মহিলা কলেজ থেকে ৩ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। তবে মাদ্রাসা থেকে জিপিএ-৫ নেই। এছাড়া ৭ মাদ্রাসার মধ্যে মাদ্রাসা এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ও জামেয়া নঈমিয়া তৈয়্যবিয়া মাদ্রাসায় শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।